

## ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এ্যান্ড সেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভস্ ইউনিয়নের ২০তম ঐতিহাসিক রাজ্য সম্মেলন

গত ১২ থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর ২০তম সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক শহর বহরমপুরের (কমরেড নেপালদেব ভট্টাচার্য নগর) হিজল ইন প্রেক্ষাগৃহে (কমরেড জ্যোতিষানন্দ দত্ত মঞ্চ) অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪৬২ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন এই সম্মেলনে, এর মধ্যে ১৭ জন মহিলা ও ১৪ জন অন্যান্য শিল্পের প্রতিনিধি ছিলেন। ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর রাজ্য সভাপতি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দ, সি আই টি

ইউ-এর রাজ্য কোষাধ্যক্ষ ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দ। ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর সভাপতি শোকপ্রসন্ন পাঠ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ জিতেন্দ্র নারায়ণ পাল তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে ক্রমাগত বেড়ে চলা ফিল্ডকর্মীদের জীবন-জীবিকার ওপর আক্রমণের কথা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে ব্যক্ত করেন। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মসূচীতে পি আর সি-র সাথে ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানকে তিনি অভিধান জানান। সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ

জেলার পি আর সি-এর সম্পাদক শ্যাম দেব উপস্থিত ছিলেন। সি আই টি ইউ-এর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম ২০তম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা পৃথিবীতে যে অস্থিরতা তৈরী হয়েছে তার প্রতিফলন সাধারণ মানুষের উপর কিভাবে পড়ছে তার উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মানুষমারা নীতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ফুটে ওঠে। জিয়াউল আলম প্রযুক্তির কারণে ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে সকল ফিল্ডকর্মীদের একাবদ্ধ লড়াইকে আরো তীব্রতর করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আগামীদিনে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রধান কর্মসূচী হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। এ এইচ এস ডি-এর যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ২০তম সম্মেলনকে সফল করার আহ্বান জানান। ঔষধ সংক্রান্ত আন্দোলনে ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর সদস্যদের ভূমিকা ও কর্মসূচী পালনকে তিনি অভিনন্দন জানান। বর্তমানে রাজ্যের পরিস্থিতি এবং মহিলারা কিভাবে সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে শোষণের শিকার হচ্ছেন সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সম্মেলনের প্রথম দিনের শেষ পর্যায়ে



এর পর ৩ পাতায়

### ২০তম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠন

ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর ২০তম সম্মেলন বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিগত ৮ই মে ২০২৫ বহরমপুরের কালেক্টরেট ক্লাব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি সভা থেকে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনকে সফলভাবে আয়োজন করতে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথিতযশা চিকিৎসকগণ, কমিষ্ট-ড্রাগিষ্ট সংগঠন, বিভিন্ন বাম, গণতান্ত্রিক ও নাগরিক সংগঠন, জেলার শিল্প সংস্কৃতি ক্ষেত্রের গুণীজনদের উপস্থিতিতে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলার সভাপতি অল্লান দাশগুপ্ত। জেলার বর্ষীয়ান চিকিৎসক ও পিআরসি বহরমপুর শাখার সভাপতি ডাঃ জিতেন্দ্র নারায়ণ পাল, আইএমএ বহরমপুর শাখার সম্পাদক



ডাঃ রঞ্জন ভট্টাচার্য, এ.এইচ.এস.ডির পক্ষে ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সভায় বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, বিসিডিএ সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা পরামর্শ এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর সভাপতি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক বাসব রায় চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক সুপ্রিয় চন্দ্র সভায় বক্তব্য রাখেন। এছাড়া এফএমআরএ আইয়ের কোষাধ্যক্ষ কৌশিক রায়চৌধুরী, ডব্লিউ বি এম এস আর

এর পর ৩ পাতায়



### বহরমপুরে ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর ২০তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ

গত ১২ই সেপ্টেম্বর '২৫ বহরমপুর শহরে ২০ তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওষুধের উপর থেকে জিএসটি পুরোপুরি প্রত্যাহার করতে হবে, ওষুধের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি চালু করতে হবে, বন্ধ করতে হবে ওষুধ বিপণন কর্মীদের উপর শোষণ-এই দাবীতে প্রকাশ্য সমাবেশের জনসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য, অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সুপ্রিয় চন্দ্র সহ নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন ব্যাপক বৃষ্টির কারণে সভা সংক্ষিপ্ত করা হয়।

প্রকাশ্য সমাবেশের জনসভায় বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা, প্রাক্তন সাংসদ মহঃ সেলিম। মহঃ সেলিম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন সেপ্টেম্বরের গোড়ায় জিএসটি হারে রদবদল করেছে কেন্দ্র। জীবনদায়ী কয়েকটি ওষুধের শূন্য করার ঘোষণা করেছে জিএসটি কাউন্সিল। কিন্তু ওষুধের দাম বেড়েই রয়েছে আগে থেকে। তাছাড়া বাকি বহু ওষুধের ওপর চাপানো রয়েছে জিএসটি। এদিন ওষুধের ওপর জিএসটি চাপানোরই বিরোধিতা করেন সেলিম। ওষুধের দাম কমানোর দাবিও তোলেন।

সেলিম বলেছেন, “স্বাস্থ্যের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার আন্দোলন, শিল্পায়নের আন্দোলন, শ্রমজীবী মানুষের লড়াইকে একাবদ্ধ করার আন্দোলন, রাজ্য ও দেশকে বাঁচাতে বামপন্থী পরিমণ্ডলের পুনর্জাগরণের এবং পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন।

মহম্মদ সেলিম বলেছেন, যখন থেকে জিএসটি লাগু হয়েছে তখন থেকেই মেডিক্যাল এবং সেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভরা রাস্তায় আছেন। শুধু ওষুধ নয়—স্বাস্থ্য বীমা, জীবন বীমার উপরেও জিএসটি চাপানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, বহু দাবি উঠেছে বিমায় জিএসটি প্রত্যাহারের। এখন জিএসটি কাউন্সিল বীমার ওপর জিএসটি প্রত্যাহারের ঘোষণা করেছেন।

এর পর ৩ পাতায়



## সম্পাদকীয়

### “২০তম সম্মেলন দিল ডাক, খেটে খাওয়া মানুষের শত্রুরা নিপাত যাক”

“Emperors rule the world by economy and deceit rather than weapon” ফিদেল কাস্ত্রো। আজকের বিশ্বে পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদকে চিনতে এর থেকে ভালো উক্তি সম্ভবত আর হয় না। ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ’র ২০ তম রাজ্য সম্মেলন তার আলোচনাকে এই অভিমুখে সংগঠিত করেছে। এই সম্মেলন মঞ্চ চিহ্নিত করতে চেয়েছে আজকের পুঁজিবাদী শোষণ ও তার সংঘাতের প্রত্যক্ষ রূপকে। বহুল চর্চিত ধনতন্ত্র সময়ের হাত ধরে ধারাবাহিক ভাবে তার রূপ পরিবর্তন করে চলেছে। শিল্পকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ‘শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্র বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিসম’। যার মধ্যে শুধুমাত্র অর্থকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ‘আর্থিক ধনতন্ত্র বা ফিন্যান্সিয়াল ক্যাপিটালিসম’। শিল্পের ওপর ভিত্তি করে ধনতন্ত্র পুঁজির চলাচলকে সুগম করতে এর সাথে যুক্ত করেছে বৌদ্ধিক প্রয়োগকে। এর নাম হয় ‘বৌদ্ধিক ক্যাপিটালিসম বা ইনট্যালেকচুয়াল ক্যাপিটালিসম’। পুঁজির সক্রিয় প্রয়োগে সাম্রাজ্যবাদ অভাবনীয় উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয় বিজ্ঞানের বা প্রযুক্তির। ফলে পুঁজির সঞ্চালনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ালো প্রযুক্তি। দ্রুত এক প্রযুক্তি থেকে অন্য ধরনের প্রযুক্তিতে যাওয়া সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। এইভাবে উন্নত প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে পুঁজিবাদের যে রূপ আমাদের সামনে ধরা দিল তার নাম ‘প্রযুক্তি নির্ভর ধনতন্ত্র বা টেকনো ক্যাপিটালিসম’। এই প্রযুক্তির উন্নয়ন জন্ম দিল এন্ড্রয়েড অথবা আই. ও. এস. প্রযুক্তির। এর উন্নততর আবিষ্কার এ্যাপস বা এ্যাপলিকেশন সফটওয়্যার। অপর দিকে এ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারের ওপর ভিত্তি করে আবিষ্কৃত হয়েছে জি পি এস প্রযুক্তি। অর্থের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের কারণে পুঁজির মালিকরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে শ্রমিক কর্মচারীকে চূড়ান্ত শোষণ করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরে নামিয়ে আনছে শোষণের কুঠার। প্রযুক্তি ব্যবহার করে চালাচ্ছে নজরদারী। গোটা বিশ্ব জুড়ে ঠিক এই মুহূর্তে পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিনিয়োগ নিয়োজিত করছে কৃত্তিম মেধা সমন্বিত প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ নির্মাণ করতে। কারণ পুঁজিবাদ চায় কম দামে শ্রম কিনে বা নূন্যতম শ্রম শক্তি নিয়োজিত করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুনাফা। গোটা পৃথিবীর শ্রমিক সংগঠনগুলি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখাই নয় সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরে আলাপ আলোচনা করছে যা এই সম্মেলন মধ্যে আমরা অনুশীলন করেছি। গোটা বিশ্ব ভুগছে বেকারির জ্বালায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ইউরোপের শিল্প বিপ্লব হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার জায়গায় শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। উপনিবেশগুলিতে শ্রমনিবিড় কল কারখানা স্থাপন করে, সুলভ মূল্যে শ্রমিকের জোগানের আস্তানা ছিল এশিয়া এবং আফ্রিকা। কালো চামড়ার আফ্রিকাবাসীদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দাস হিসাবে। চূড়ান্ত মুনাফা অর্জনের লোভে আজকের পুঁজিবাদ চাইছে সর্বনিম্ন শ্রমশক্তির বিনিয়োগের বিনিময়ে সর্বোচ্চ উৎপাদন এবং সর্বোচ্চ মুনাফা।

৬০ এর দশকে শুরু হওয়া একটি পেশা, বিপন্ন কর্ম বা সেলস প্রমোশন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে। কখনো মেডিক্যাল ডিটেলার অথবা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আর বর্তমানে ম্যানেজার কিংবা এক্সিকিউটিভ, যাদের ওপর সমস্ত বিক্রয়ের সকল দায়িত্ব চাপিয়ে চাকুরিচ্যুত করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে, নাম দিয়েছে পেপ বা পিপ।

একটি আইনানুগ পেশাকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত দেশের সরকার। একদিকে পেশাভিত্তিক ১৩টি শ্রম আইন যার মধ্যে সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজ (কন্ডিসনস্ অফ সার্ভিস) আইনকে অবলম্বন করতে চাইছে শ্রম কোডের মাধ্যমে অপরদিকে জেনেরিকের নামে ওষুধে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করতে চাইছে, কেন্দ্রীয় সরকার।

বিপন্ন কর্মীদের দীর্ঘদিনের লড়াই-এর ফলে ওষুধের ওপর থেকে জি এস টি কিছুটা কমলেও শূণ্য জি এস টি’র দাবী আজও প্রাসঙ্গিক। পুঁজি একটি আন্তর্জাতিক শক্তি। আর আজকের দিনে এই শক্তি চায় দেশে দেশে তার মতবাদের অনুসারি রাজনৈতিক শক্তির শাসন ক্ষমতায় অবস্থান। যারা সাম্রাজ্যবাদের বশ্যতা স্বীকার করে সরকার পরিচালনা করবে। ধর্ম, ভাষা, জাতপাতের নামে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভাজিত করে পুঁজিবাদীদের বিকাশলাভের পথকে সুগম করে তোলার লক্ষে ব্রতী হবে। এই শক্তি ভয়ঙ্কর, এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রয়োজন খেটে খাওয়া মানুষের বৃহত্তম জোট। তাই ২০তম সম্মেলন মঞ্চ সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতবর্ষের শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের যৌথ সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও সংহতি জানাবে মেডিক্যাল এবং সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভরা।



# ২০তম ঐতিহাসিক রাজ্য সম্মেলন

সাধারণ সম্পাদক বাসব রায়চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ টিঙ্কা মাজি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবেদন পেশ করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা প্রতিবেদনের ওপর বক্তব্য রাখেন। মোট ৪৫ জন বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও মহিলা উপসমিতি থেকে ২ জন, কাউন্সিল উপসমিতি থেকে ১ জন ও অন্যান্য শিল্প উপসমিতি থেকে ১ জন প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের মধ্যে সি আই টি ইউ-এর রাজনৈতিক অবস্থান, বর্তমানে দেশের রাজনীতিতে আর এস এস-র ভূমিকা, শ্রমকোড নিয়ে বিশদে বক্তব্য রেখে প্রতিনিধিদের রক্তিম অভিনন্দন জানান সি আই টি ইউ-এর রাজ্য কোষাধ্যক্ষ সুমহান চক্রবর্তী। এদিন সি আই টি ইউ-এর মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিরদেব ব্যানার্জী ‘সুভেনিয়র’-এর প্রচ্ছদ উদ্বোধন করেন। এর

পরবর্তীতে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’-র সম্ভাবনা ও সংকট নিয়ে অত্যন্ত মনোগ্রাহী একটি power presentation করেন FMRAI-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শান্তনু চ্যাটার্জী। এর মধ্যে দিয়ে নজরদারীর ধনতন্ত্র মানবিক সৃজন-শীলতাকে কিভাবে গ্রাস করছে তা বিশদে তিনি ব্যাখ্যা করেন। এই বিশেষ প্রতিবেদন প্রতিনিধিদের নানা বিশ্লেষণের পরে সম্মেলনে গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে ৮টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যথা—(১) সদস্যপদ সংক্রান্ত, (২) পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর ভিনরাজ্যে আক্রমণের বিরুদ্ধে, (৩) ওষুধ সম্পর্কিত, (৪) পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে, (৫) ন্যূনতম বেতন ও ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে, (৬) ১৮ই নভেম্বর দিল্লী ধর্না সফল করার পক্ষে, (৭) শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেত মজুরদের যৌথ সংগ্রামের পক্ষে, (৮) বিক্রয়ের পরিমাণকে চাকরীর শর্তাবলীর সঙ্গে যুক্ত করে ফিল্ডকর্মীদের ওপর আক্রমণের

বিরুদ্ধে। সম্মেলনের তৃতীয় দিন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদক যথাক্রমে অল্লান দাশগুপ্ত এবং সুপ্রিয় চন্দ্র ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন। প্রতিটি জেলা, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং অবসরপ্রাপ্ত নেতৃত্বদের সাম্মানিক স্মারক তুলে দেওয়া হয়। পরিশেষে FMRAI-এর সাধারণ সম্পাদক পার্থ রক্ষিত আগামীদিনে বিপন্ন শিল্পের কর্মীদের বাঁচাতে আরো বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর ভূমিকার প্রতি দিক নির্দেশ করেন। তিনি আরো বলেন আপসহীন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই আগামীদিনে ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ একটি শক্তিশালী সংগঠন হয়ে উঠবে। সাধারণ সম্পাদক বাসব রায়চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ টিঙ্কা মাজি জবাবী ভাষণ দেন। সর্বসম্মতিক্রমে ২টি প্রতিবেদন এবং প্রতিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অন্তিম লগ্নে আগামী দু বছর সারা পশ্চিমবঙ্গে ফিল্ডকর্মীদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯ জনের সম্পাদক মন্ডলী,

১০৩ জনের রাজ্যকমিটি এবং ৩৫৮ জনের জেনারেল কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত করে ২০তম রাজ্য সম্মেলন।

সমগ্র সম্মেলন পরিচালনা করেন ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর রাজ্য সভাপতি শুভাংশু ভট্টাচার্য ও সকল সহসভাপতিকে নিয়ে গঠিত পরিচালক মন্ডলী। এই সম্মেলন থেকে কমরেড শুভাংশু ভট্টাচার্য সভাপতি এবং টিঙ্কা মাজি কোষাধ্যক্ষ হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন। ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড ভট্টাচার্য। পরিশেষে আগামী ১৮ই নভেম্বর দিল্লী র্যালীকে সফল করার লক্ষ্যে এবং ২০তম ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-এর সম্মেলনের গৃহীত নথি সাথে নিয়ে ফিল্ডের দখল কে জোরদার করার প্রত্যয়ে এই সম্মেলন শেষ হয়।



১ম পাতার পর

## ২০তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ

সেলিম বলেন, বামপন্থীরা মনে করে খাদ্য, কাজ, শিক্ষার মতো স্বাস্থ্যও অধিকার। স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসেবে মেনে নিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যের অধিকারের বাস্তব রূপায়ণ দেখা গিয়েছে। স্কুল-কলেজ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার অধিকারকে সংকুচিত করা হচ্ছে। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দেখা গিয়েছে স্বাস্থ্য নীতি মানুষ মারার নীতি হয়ে গিয়েছে। মুনাফার পাহাড় জমেছে। মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ব্যবসার বিষয় নয়। তাই কর প্রত্যাহার করতে হবে। ৯ জুলাই দেশজুড়ে কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষ লুটেরাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। সব মিডিয়ায় যখন হিন্দু মুসলিম, ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধে দেখানো হচ্ছিল, তখনই খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে মেডিক্যাল এবং সেলস কর্মীরা আসল লড়াই লড়েছেন। বেঁচে থাকার অধিকার, বেকারদের কাজের দাবি, কাজের নিরাপত্তার দাবিতে রাস্তায় লড়াই করেছেন সম মনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলির সাথে এক মঞ্চে।

সেলিম বলেন, “মানুষের রাস্তার লড়াই, কোটি কোটি মানুষের ধর্মঘট সরকারকে জি.এস.টি কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। যেমন কৃষকদের লড়াই সরকারকে বাধ্য করেছিল কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের ফলে সরকার বলতে বাধ্য হয়েছে, এখন স্মার্ট মিটার লাগানো হবে না। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। সব অংশের শ্রমজীবী মানুষকে একত্ববদ্ধ করে বিভিন্ন লড়াইকে এক সূত্রে গেঁথে এর বিরুদ্ধে লড়াইতে হবে।



১ম পাতার পর

## ২০তম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠন

কোষাধ্যক্ষ কৌশিক রায়চৌধুরী, ডব্লিউ বি এম এস আর ইউর কোষাধ্যক্ষ কমরেড টিঙ্কা মাজি, সম্পাদক সুমন ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু সরকার উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে ২০ তম রাজ্য সম্মেলন আয়োজন করার জন্য অভ্যর্থনা কমিটি নির্বাচিত হয়। ডাঃ জিতেন্দ্র নারায়ণ পাল চেয়ারম্যান, অল্লান দাশগুপ্ত সভাপতি, সুপ্রিয় চন্দ্র সম্পাদক ও রাকেশ বড়াইকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে এবং বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে।



২০তম রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ বহরমপুর শহরে “ওষুধের মূল্য ও সরকারের ভূমিকা” শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক বাসব রায়চৌধুরী সহ একাধিক নেতৃত্ব, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান সহ সকল সদস্যবৃন্দ এবং সংগঠনের শতাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন।



ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এ্যান্ড সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সুমন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত।